দৈনিক বাংলা

তারিখ 09-NOV 1990
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

57

১১ই নবেম্বর ঢাকা ভার্সিটিতে ক্লাস শুরু ঃ শিক্ষক সমিতির সিদ্ধান্ত

।। বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ।।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি আগামী ১১ই নবেম্বর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

গত বুধবার শিক্ষক সমিতির এক জরুরী সভায় এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। "শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে (শান্তি ও শৃঙ্খলা) ১৯৯০" অধ্যাদেশের প্রতিবাদে সমিতি এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

শিক্ষক সমিতি ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি

(৪–এর পৃঃ ৮–এর কঃ দ্রঃ)

নগরীতে ছাত্র মিছিল সংঘর্ষ

(প্রথম পৃঃ পর)

রোড ধরে পুরাতন বিমানবন্দর অভিমুখে অগ্রসর হয়। কিন্তু গ্রীন রোডের শেষ প্রান্তে পান্থপথের মাথায় পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে মিছিলটির গতিরোধ করে। এসময় মিছিল থেকে পুলিশের দিকে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করা হয়। দুপুর ১২টা ৪০ মিনিটে পুরো গ্রীন রোড বোমার শব্দে কেঁপে উঠে। অর্ধেক রাস্তা জুড়ে পর পর প্রায় ৮টি বোমা বিস্ফোরিত হয়। পুলিশের প্রতি নিক্ষিপ্ত একটি বোমায় পুলিশ অফিসার রুহুল আমিন, এস আই জামাল মজুমদার এবং তিনজন কনস্টেবল আহত হন। সঞ্জীব ও বাবু নামে ছাত্র ইউনিয়নের দুজন কর্মীও বোমার আঘাতে আহত হন। এদের দুজনকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশ ছাত্রদের দিকে টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ করলে মিছিলটি ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং সায়েন্স ল্যাবরেটরীর মোড় থেকে পান্থপথ পর্যন্ত পুরো গ্রীন রোড জুড়ে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। ইটপাটকেল ছুঁড়ে গ্রীনরোডে কিছু দোকনপাট ভাঙচুর করা হয়। দুপুর সোয়া একটার দিকে পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হয়ে আসে এবং ছাত্ররা ছোট ছোট মিছিল নিয়ে পুলিশ ব্যারিকেড ভেঙ্গে পান্থপথের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু পুলিশের বাধার মুখে বার বার সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ছাত্র নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পুলিশ কর্মকর্তাদের বেশ কিছু সময় ধরে বাদানুবাদ চলে। এক পর্যায়ে ছাত্ররা পুলিশ ব্যারিকেডের সামনে গিয়ে বসে পড়ে এবং ছাত্র নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা দিতে শুরু করেন। ডাকসুর ভিপি আমানউল্লাহ আমান, ছাত্রলীগ (হা–অ) সভাপতি হাবিবুর রহমান হাবিব, ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক নাসির–উদ–দুজা, গণতান্ত্রিক ছাত্রলীগের সাইফুদ্দিন মনি প্রমুখ এখানে বক্তৃতা করেন।

এসময় সায়েন্স ল্যাবরেটরী, এলিফ্যান্ট রোড এবং কলাবাগান এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে গোলযোগ চলছিল। সায়েন্স ল্যাবরেটরীর কাছে পুলিশের প্রতি ককটেল ও ইটপাটকেল ছোঁড়া হয়। দুপুর সেড়টায় এলিফ্যান্ট রোডের পেট্রোল পাম্পের কাছে দুটি গাড়িতে (জাস– ৬৩–৩৭১৮ এবং জাস–৬৩–৩৫৮৮) অগ্নিসংযোগ করা হয়। একই সময়ে গ্রীন রোডে একটি প্রাইভেট কার, একটি মাইক্রোবাস ও একটি জীপে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়।

মিরপুর রোডে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে কমপক্ষে আরও ১৫টি গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। ২টা ৫৮ মিনিটে গ্রীন সুপার মার্কেটের পাশে একটি পাজেরো জীপে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়।

দুপুর দুইটায় ছাত্ররা পান্থপথের সামনে থেকে মিছিল নিয়ে গ্রীন রোড ধরে ফিরে আসে। আবার পুরো গ্রীন রোড এবং গলিতে গলিতে ছাত্র–পুলিশ সংঘর্ষ শুরু হয়। পুলিশ ছাত্র এবং পথচারীদের ওপর লাঠিচার্জ করে। এতে কয়েকজন ছাত্রসহ বেশ কিছু পথচারী আহত হন।

আড়াইটার দিকে ছাত্ররা খন্ড খন্ড মিছিল নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে ফিরে গেলে পরিস্থিতি শান্ত হয়ে আসে।

শহীদ মিনারের ছাত্র সমাবেশ

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের সভায় বক্তৃতা করেন ডাকসুর ভিপি আমানউল্লাহ আমান, ছাত্রলীগের (হা–অ) সভাপতি হাবিবুর রহমান হাবিব, ছাত্রলীগ (না–শ) সভাপতি নাজমুল হক প্রধান, ছাত্রমৈত্রীর সাধারণ সম্পাদক নূর আহমদ বকুল প্রমুখ। সভায় সভাপতিত্ব করেন মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল এবং সভা পরিচালনা করেন এস এম কামাল হোসেন।

আমানউল্লাহ আমান বলেন, যে কোন মূল্যে আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত ছাত্ররা রাজপথ ছেড়ে ঘরে ফিরবে না।

হাবিবুর রহমান হাবিব বিরোধী দলের স্লোগান সম্পর্কে সরকারী দলের একজন নেতার সমালোচনার জবাবে বলেন, আমরা জয় বাংলা স্লোগান দেব, জিন্দাবাদ স্লোগান দেব, তবু সরকারের সঙ্গে আমাদের কোন আপোস নেই।

ইসলামী ছাত্রশিবির

ইসলামী ছাত্রশিবির অবিলম্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দেয়ার দাবী জানিয়ে বলেছে, অন্যথায় ছাত্ররা নিজেরাই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দেবে।

গতকাল বায়তুল মোকাররম উত্তর গেটে এক ছাত্র সমাবেশে শিবির নেতৃবৃন্দ এ দাবী জানান। শিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মদ আমিনুল ইসলামের সভাপতিত্বে এই সমাবেশে শিবিরের কেন্দ্রীয় নেতা আ জ ম ওবায়দুল্লাহ, হামিদ হোসাইন আজাদ, দেলোয়ার হোসেন, আবদুল হাকিম, আমিনুর রহমান প্রমুখ বক্তৃতাকরেন।

ছাত্রঐক্যের কর্মসূচী

সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য এক বিবৃতিতে গ্রীন রোডে ছাত্রদের উপর পুলিশের লাঠিচার্জের অভিযোগ করেছে। বিবৃতিতে বলা হয়, গ্রেফতার, নির্যাতন, ভয়ভীতি উপেক্ষা করে ছাত্ররা আন্দোলনকে বিজয়ের পথে এগিয়ে নেবে। পুলিশের নির্যাতন ও গ্রেফতারের প্রতিবাদে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য আজ দেশব্যাপী বিক্ষোভের কর্মসূচী নিয়েছে।

জাসদের (ইনু) সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য কাজী আরেফ আহমদ ও সাধারণ সম্পাদক হাসানুল হক ইনু এক বিবৃতিতে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের মিছিলে পুলিশের হামলার নিন্দা করেছেন।

এছাড়া বাসদ (মাহবুব), ছাত্রমৈত্রী, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোট, ছাত্রলীগ (লু–আ), জাতীয় ছাত্রদল, ছাত্রলীগ (সা–সা) এবং ন্যাপ (ভাসানী) পৃথক পৃথক বিবৃতিতে ছাত্রদের মিছিলে পুলিশের হামলার নিন্দা করেছে।